

💵 ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ আযান (الأذان)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সংজ্ঞা, সুচনা ও ফ্যীলত

সংজ্ঞা : 'আযান' অর্থ, ঘোষণা ধ্বনি (الإعلام) পারিভাষিক অর্থ, শরী'আত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে ছালাতে আহবান করাকে 'আযান' বলা হয়। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়।[1] সূচনা : ওমর ফারুক (রাঃ) সহ একদল ছাহাবী একই রাতে আযানের একই স্বপ্ন দেখেন ও পরদিন সকালে 'অহি' দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা সত্যায়ন করেন এবং বেলাল (রাঃ)-কে সেই মর্মে 'আযান' দিতে বলেন।[2]

ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) সর্বপ্রথম পূর্বরাতে স্বপ্নে দেখা আযানের কালেমা সমূহ সকালে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে বর্ণনা করেন। পরে বেলালের কণ্ঠে একই আযান ধ্বনি শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বাড়ী থেকে বেরিয়ে চাদর ঘেঁষতে ঘেঁষতে ছুটে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, 'যিনি আপনাকে 'সত্য' সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি'। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ফালিল্লা-হিল হাম্দ' বলে আল্লাহর প্রশংসা করেন'।[3] একটি বর্ণনা মতে এ রাতে ১১ জন ছাহাবী একই আযানের স্বপ্ন দেখেন'। [4] উল্লেখ্য যে, ওমর ফারুক (রাঃ) ২০ দিন পূর্বে উক্ত স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আগেই বলেছে দেখে লজ্জায় তিনি নিজের কথা প্রকাশ করেননি।[5]

আযানের ফ্যীলত (فضل الأذان) :

(১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَّلاَ إِنْسٌ وَّ لاَ شَيْئٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رواه البخاريُّــ

'মুওয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি জিন ও ইনসান সহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষয প্রদান করবে'। [6]

- (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'কিয়ামতের দিন মুওয়ায্যিনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে'।[7]
- (৩) মুওয়ায্যিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্তু তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে, সে ২৫ ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাবে। মুওয়ায্যিনও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে'।[৪]
- (৪) 'আযান ও একামতের ধ্বনি শুনলে শয়তান ছুটে পালিয়ে যায় ও পরে ফিরে আসে'।[9]
- (৫) যে ব্যক্তি বার বছর যাবৎ আযান দিল, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। তার প্রতি আযানের জন্য ৬০ নেকী ও এক্কামতের জন্য ৩০ নেকী লেখা হয়'। [10]



(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমাম হ'ল (মুছল্লীদের ছালাতের) যামিন ও মুওয়ায্যিন হ'ল (তাদের ছালাতের) আমানতদার। অতঃপর তিনি তাদের জন্য দো'আ করে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইমামদের সুপথ প্রদর্শন কর ও মুওয়ায্যিনদের ক্ষমা কর।[11]

ফুটনোট

- [1] . মির'আত ২/৩৪৪-৩৪৫, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'আযান' অনুচ্ছেদ-৪।
- [2] . আবুদাউদ হা/৪৯৯, 'আওনুল মা'বূদ হা/৪৯৪-৪৯৫, ২/১৬৫-৭৫; আবুদাউদ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৫০।
- [3] . আবুদাউদ, (আওনুল মা'বৃদ সহ) হা/৪৯৫; মিশকাত হা/৬৫o।
- [4] . মিরকাত শরহ মিশকাত 'আযান' অনুচ্ছেদ ২/১৪৯ পৃঃ।
- [5] . আবুদাউদ (আওনুল মা'বূদ সহ) হা/৪৯৪ 'আযানের সূচনা' অনুচ্ছেদ।
- [6] . বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬ 'ছালাত' অধ্যায়-৪, 'আযানের ফ্যীলত' অনুচ্ছেদ-৫।
- [7] . মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫8¹
- [8] . নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/৬৬৭।
- [9] . বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫।
- [10] . ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৭৮।
- [11] . আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬৬৩।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9187

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন